৮-৭০

নিজ সমাজে ফিল্ডওয়ার্কে সমস্যা ও দ্বন্দ্ব : একটি ব্যক্তিগত মুল্যায়ন

এস, এম, নুরুল আলম*

নৃবিজ্ঞানে ফিল্ডওয়ার্ক

ফিল্ডওয়ার্ক হল নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি। সমাজ বিজ্ঞানের অন্যতম অংশ হিসেবে যখন ইউরোপ ও আমেরিকাতে নৃবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে, তখন দুটো বৈশিষ্ট্য নৃবিজ্ঞানকে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের মূলধারা থেকে অনন্যতা দান করে। তা হলো : (১) অংশ গ্রহণকারী নীরিক্ষা (participant observation) পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে ফিল্ডওয়ার্ক, (২) ক্ষুদ্র পরিসরে সমাজ নিরীক্ষণে পুর্নাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির (holistic approach) প্রয়োগ। নৃবিজ্ঞানের বিকাশ কাল থেকে যারা নৃবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই নৃবিজ্ঞানের বড় বড় নাম, যেমন— Franz Boas, Radcliffe-Brown, B. Malinowski, Melville Herskovits, Ruth Benedict, A. L. Kroeber, Margaret Mead সবাই একবাক্যে বলেছেন যে, প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানীকেই গবেষণা কার্যে মাঠে যেতে হবে, স্থানীয় লোকদের ভাষা বুঝতে হবে, তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। Malinowski মনে করতেন, "প্রত্যেক নৃবিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য হলো জীবন ও জগত সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে তা অনুধাবন করা"[১] (The aim of an ethnographer is to grasp the native point of view, his relation to life, to realise his vision of his world)

প্রথম থেকেই নৃবিজ্ঞানীরা গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে তাদের

* নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নিজ সমাজ থেকে ভিন্নতর বিদেশী আদিম সমাজ কিংবা বিচ্ছিন্ন উপজাতীয় সমাজকেই বেছে নিয়েছিলেন। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সকল নৃবিজ্ঞানী তাদের কাজ দ্বারা বিখ্যাত হয়েছিলেন, যাদের কাজ আজ "classic" হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তারা সবাই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন আদিম ও উপজাতীয় সমাজে কাজ করেছেন। এতে তাদের কষ্ট হয়েছে, অনেক এলাকায় নৃবিজ্ঞানীরা উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের চর, বিদেশী চর ইত্যাদি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। কিন্তু এ স্বত্ত্বেও নৃবিজ্ঞানীরা পিছিয়ে যাননি। তারা সমস্ত চাপের মুখে, ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে অজানাকে জানার নেশায় কাজ চালিয়ে গিয়েছেন।

অধুনা অবশ্যি নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার ক্ষেত্র পরিবর্তন হয়েছে। বহু নৃবিজ্ঞানী তাই ভিন্ন দেশের সমাজ গবেষণার চেয়ে নিজ সমাজকেই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। এটা অবশ্যি কোন চাপের মুখে করা হয়নি। গবেষণা ক্ষেত্রের পরিবর্তন করতে হয়েছে, মূলতঃ কিছু কারণে ;

১) নৃবিজ্ঞানীদের যে ঐতিহ্যবাহী গবেষণাক্ষেত্র (অর্থাৎ আদিম বা উপজাতীয় সমাজ) তা ক্রমেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা ক্ষেত্রের পরিধি বাড়াতে হয়েছে।

২) নৃবিজ্ঞানীরা অনুধাবন করতে পেরেছেন যে কেবলমাত্র প্রাচীন বা উপজাতীয় সমাজে গবেষণা চালিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-বিজ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

৩) আজকাল অনেক নৃবিজ্ঞানীই "নতুন নৃবিজ্ঞানের"[২] (new anthropology) কথা বলছেন। এতে নৃবিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্র (research setting) ও বিষয়বস্তু (topic) দুই-ই ব্যাপক হয়েছে। কিন্তু নৃবিজ্ঞানে এই পরিবর্তন ফিল্ডওয়ার্কের গুরুত্বে কোন পরিবর্তন আনে নি। নিজ সমাজে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় নৃবিজ্ঞানীদের যে সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক ছাপ ছিল তা ক্রমেই কেটে যাচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক কালে নৃবিজ্ঞানীরা নিজ সমাজকে গবেষণার একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই পরিবর্তন বহু প্রশ্নের উদ্রেক করেছে, বহু বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন।

নৃবিজ্ঞানীরা নানাভাবে বিভিন্ন ফোরামে এ সকল সমস্যাগুলো আলোচনা করেছেন। আমি এ প্রবন্ধে নিজ সমাজে গবেষণার সমস্যা ও দ্বন্দ্ব-গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রবন্ধটি দুটোভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে আমি নিজ সমাজে গবেষণার বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সম্ভাব্য সমস্যাগুলো আলোচনা করব। দ্বিতীয় অংশে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের দুটো গ্রামে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা চালাতে গিয়ে আমি যে সকল সমস্যা ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলাম তা বিবৃত করব।

ফিল্ডওয়ার্কে সমস্যাঃ কিছু প্রশ্ন

নৃবিজ্ঞানীরা নিজ সমাজকে গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নেয়াতে সাধারণভাবে যে প্রশ্নটি সবার মনে আসছে তা হল "নিজ সমাজে গবেষণা করা কি ভিন্ন সমাজে গবেষণা করার চেয়ে সহজ?" এটি একটি অত্যন্ত বিতর্কিত প্রশ্ন এবং এ নিয়ে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন ঐক্যমত নেই। নিজ সমাজে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা (objective research) সম্ভব না, এ ধারণাকে খালিল নাকলেহ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৩] জোনস তার একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, একজন বহিরাগত (outsider) নৃবিজ্ঞানী সামাজিক বাস্তবতাকে (social reality) স্থানীয় (native) নৃবিজ্ঞানীদের চেয়ে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে, এ ধারণাকে মোটেই গ্রহণ করা যায় না।[৪] তার মতে প্রত্যেকেরই সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব কিছু বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে, যা কোন ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। আমি ১৯৮১ সালের প্রথম দিকে যখন বাংলাদেশে ফিল্ডওয়ার্কের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন আমার এক অধ্যাপিকা আমাকে বলেছিলেন যে, একজন নৃবিজ্ঞানীর নিজ সমাজে গবেষণা করার চেয়ে ভিন্ন সমাজে গবেষণা করাই বাঞ্ছনীয়। তার যুক্তি ছিল যে, ভিন্ন সমাজে গবেষণায় বস্তুনিষ্ঠ হওয়া যায়, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যকলাপগুলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষা করে অর্থ অনুধাবন সম্ভব হয় এবং ভিন্ন সমাজে গবেষণা করে নৃবিজ্ঞানী তার জ্ঞানের পরিধিকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে পারে। নিজ ও ভিন্ন সমাজে গবেষণার সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কিত যে প্রশ্নগুলো উঠেছে তা হল নিম্নরূপঃ[৫]

১) পরিচিত সমাজে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও

উপাত্তের পার্থক্য অনুধাবন করে, সর্বাপেক্ষা অর্থপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উপাত্তের চিহ্নিত করা কি কঠিন না সহজ ?

২) নিজ সমাজে যেহেতু সব ঘটনাই (events) পরিচিত, তাই এসবের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা অপরিচিত বা ভিন্ন সমাজের চেয়ে ভালভাবে দেয়া সম্ভব কি ?

৩) ফিল্ডওয়ার্কে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা কি নিজ ও ভিন্ন সমাজে ভিন্ন হয় ?

৪) ফিল্ড ওয়ার্কে উত্তর দাতারা কি অস্থানীয় নৃবিজ্ঞানীর চেয়ে স্থানীয় নৃবিজ্ঞানীর কাছ থেকে বেশী পেতে আশা করেন না একই রকম আশা করেন।

৫) ফিল্ডে উত্তরদাতারা কি বিদেশীর চেয়ে দেশীয় নৃবিজ্ঞানীর প্রতি বেশী সহযোগিতা দেখান না একই রকম সহযোগিতা দেখান।

৬) নৃবিজ্ঞানীর মূল্যবোধ ও অবস্থানগত দ্বন্দ্ব নিজ ও ভিন্ন সমাজে কি ভিন্নতর হয় না একই রকম হয়।

আমি এবার উপরে উল্লেখিত প্রশ্নগুলো অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। আলোচনার সময় প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চাইতে বিষয়গুলোকে তুলে ধরাই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য।

প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও উপাত্তের পার্থক্য অনুধাবন

নিজ সমাজে গবেষণার বৈশিষ্ট্য হলো একটি পরিচিত এলাকায় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে উপাত্তের সংগ্রহ করা। নৃবিজ্ঞানীরা যখন নিজ সমাজে গবেষণা করেন তখন প্রকৃত গবেষণা ক্ষেত্রটি (actual research setting) তার কাছে সম্পূর্ণ পরিচিত নাও হতে পারে, তবে এলাকাটির ভাষা, সংস্কৃতি, চালচলন, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হতে পারেন। এ পরিচয় থেকে যে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তা হলো নিজ সমাজে গবেষণারত নৃবিজ্ঞানীর কাছে সকল ঘটনা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ অর্থবহ নাও হতে পারে। তার কাছে মনে হতে পারে "আরে এটাতো জানি। এতো শুনেছি। এর আবার কি অর্থ হবে এটাতো অপ্রয়োজনীয় ইত্যাদি"। অর্থাৎ স্থানীয় নৃবিজ্ঞানী অনেক সময় প্রয়োজনীয়—অপ্রয়োজনীয় ঘটনার পার্থক্য

ও সাংস্কৃতিক অর্থ অনুধাবনে সফল নাও হতে পারেন। অথচ আপাত দৃষ্টিতে অনেক সময় যে তথ্য বা ঘটনা অপ্রয়োজনীয় মনে হয় তা পরে ethnography-র প্রয়োজনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

এর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি সমস্যা হল যে, অনেক সময় তথ্যদাতারা (respondents and informants) স্থানীয় নৃবিজ্ঞানীকে সবজান্তা হিসেবে মনে করে বসে থাকেন। ওরা স্বাভাবিক কারণেই মনে করে যে উনিত আমাদেরই দেশের লোক, সুতরাং এটাত ওনার জানা, তা আবার নতুন করে বলার দরকার কি? আমার ফিল্ড ওয়ার্কের সময়ও এ ধরনের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। উত্তর-দাতারা সব সময় বলতে চেয়েছে, "স্যার আপনিত সবই জানেন, বুঝেন। আপনাকে আর নতুন করে কি বলব। আপনি যেটা ভাল বুঝেন লিখে নিন।" একজন বহিরাগত নৃবিজ্ঞানী তুলনামূলকভাবে এ বিবেচনায় সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। কারণ এ সমাজে সে নতুন। তাই সে সব কিছুতেই একটি সাংস্কৃতিক অর্থ খোঁজার ও অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। এতে ওদের পক্ষে সমস্যার গভীরে যাওয়া বেশী সম্ভব। তবে এর অর্থ এই নয় যে স্থানীয় নৃবিজ্ঞানীর কাজ খারাপ হয়। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হল, "যেহেতু একজন স্থানীয় নৃবিজ্ঞানী সেই সমাজেরই বাসিন্দা, তাই গবেষণাকালে সব ঘটনা ও কার্যকলাপ তার কাছে অর্থবহ নাও হতে পারে, যা নাকি একজন বহিরাগত নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অর্থবহ হয়ে ধরা দিতে পারে।" বাংলাদেশে কাজ করেছেন এরকম বহু বিদেশী নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্নতা ও ঘটনা অনুধাবনের ক্ষমতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। অবশ্যি এখানে বলে রাখা ভাল যে, আমি তাদের সব ব্যাখ্যা বা লেখার সাথে সব সময় একমত নই, তবে তাদের একনিষ্ঠতা ও পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্নতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি।

ফিল্ডওয়ার্কে স্থানীয় ও বহিরাগত নৃবিজ্ঞানীর সমস্যা

ফিল্ডওয়ার্কে সমস্যার শেষ নেই। এই সকল সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করে নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করে থাকেন। আমি নৃবিজ্ঞান তথা সমাজ বিজ্ঞানে ফিল্ডওয়ার্কের সমস্যাগুলোকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ফেলব। তা হল ঃ

১) গবেষণার ক্ষেত্রভিত্তিক সমস্যা।

২) নৃবিজ্ঞানী বা গবেষকের আর্থ-সামাজিক পটভূমির পার্থক্যের জন্যে সমস্যা।

৩) গবেষণায় সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন ও নিয়োগের সমস্যা। এই তিনশ্রেণীর সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সমস্যাগুলো মোটামুটি-ভাবে সবাই সম্মুখীন হতে পারেন। অবশ্যি ফিল্ডওয়ার্কের সমস্যা-গুলোকে সার্বজনীন ও নিজ সমাজ নির্দিষ্ট (own society specific) এই দুই শ্রেণীতেও অনেক সময় দেখানো যেতে পারে। আমি সারণী-১এ, ফিল্ডওয়ার্কে সর্বমোট ২০টি সমস্যাকে চিহ্নিত করে, দেখানোর চেষ্টা করেছি কোন সমস্যাটি, কোন সমাজের (নিজে না ভিন্ন) বেলাতে প্রযোজ্য। ঐ সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে কিছু সমস্যা ছাড়া, অধিকাংশ সমস্যাই একজন নৃবিজ্ঞানীকে তা সে নিজের সমাজই হোক আর ভিন্ন সমাজই হোক, মোকাবেলা করতে হবে।

সারণী—১

ফিল্ডওয়ার্কে নৃবিজ্ঞানীর সমস্যা: ফিল্ডওয়ার্কে অবস্থানগত দ্বন্দ্ব

সাধারণত দেখা যায় যে নৃবিজ্ঞানীরা যারা ফিল্ডওয়ার্কে যান এবং যাদের উপর তারা গবেষণা চালান তাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থাকে। নৃবিজ্ঞানীদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি তাদের শিক্ষা, জ্ঞান, সংস্কৃতি, আচার-চাল চলন ইত্যাদি তারা যাদের ওপর কাজ করেন তাদের থেকে ভিন্ন হয়। এই পার্থক্য যেমনি মানসিক তেমনি জাগতিকও বটে। সে কারণেই নৃবিজ্ঞানীরা নিজ সমাজ কিংবা ভিন্ন সমাজ যেখানেই গবেষণায় নিয়োজিত থাকুন না কেন তারা সদা-সর্বদাই "প্রান্তিক মানুষ"[৬] (marginal man) হিসাবেই পরিগণিত হন। যারা নিজ সমাজে গবেষণা করেন তাদেরকে আমি "প্রান্তিক নেটিভ"[৭] (marginal native) বলব, এমনকি তাদের "শহুরে নেটিভ" ও (urban native) বলা যেতে পারে। একজন নৃবিজ্ঞানী স্থানীয় হউন আর অস্থানীয় হউন, ফিল্ডওয়ার্কে যতই পারদর্শী হউন না কেন, যাদের মাঝে গবেষণা করছেন তাদের বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্যে যতই চেষ্টা করুন না কেন, ভাষা, চাল চলন ইত্যাদি যতই রপ্ত

করুন না কেন, সেই নৃবিজ্ঞানী সব সময়ই সেই সমাজে একজন "প্রান্তিক মানুষ" এবং বহিরাগত হিসাবেই পরিগণিত হবেন।

সারণী—১ ফিল্ডওয়ার্কে নৃবিজ্ঞানীর সমস্যা

	সমস্যার ধরণ	নিজ সমাজ	ভিন্ন সমাজ
(১)	গবেষণা ক্ষেত্র নির্বাচনের সমস্যা	৩	১
(২)	গবেষণা ক্ষেত্রের সাথে সমন্বয়ের সমস্যা	৪	৪
(৩)	যাতায়াতের অসুবিধা	১	১
(৪)	বাসস্থানের সমস্যা	৩	১
(৫)	খাদ্যের অসুবিধা	২	১
(৬)	স্থানীয় ভাষায় অজ্ঞতা	৩	৩
(৭)	নিরাপত্তাহীনতা	৪	১
(৮)	গৃহকাতরতা	২	১
(৯)	তথ্যপ্রদানকারী নির্বাচনের সমস্যা	১	১
(১০)	গবেষণা জনগোষ্ঠীর সাথে রেপর্ট স্থাপনে সমস্যা	১	১
(১১)	বিশ্বাসযোগ্যতার সমস্যা	১	১
(১২)	গবেষণা ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার সমস্যা	১	১
(১৩)	স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে বাধা	৪	৪
(১৪)	ধর্মীয়, গোত্রীয়, বর্ণগত ও রাজনৈতিক দলাদলিতে নিরপেক্ষতার সমস্যা	৩	৪
(১৫)	উপাত্তের সংগ্রহে বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার সমস্যা	৪	৪
(১৬)	উপাত্তের সংগ্রহে সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন	৪	৪
(১৭)	সব ঘটনার সাংস্কৃতিক অর্থ অনুধাবনে অসুবিধা	১	৪
(১৮)	নৃবিজ্ঞানীর মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব	১	৪
(১৯)	নৃবিজ্ঞানীর অবস্থানগত দ্বন্দ্ব	১	৪
(২০)	নৃবিজ্ঞানীর লিঙ্গগত সমস্যা	১	১

১—আছে। ২—নাই। ৩—মোটামুটি আছে। ৪—থাকতে পারে।

আসলে ফিল্ডওয়ার্কের মৌলিক সমস্যাটি হল যা পিটার ক্লস বলেছেন, সামাজিক মাঠকর্মে নিজের অবস্থানগত দ্বন্দ্ব[৮] (role conflicts in social fieldwork)। প্রশ্ন থেকে যায় এ দ্বন্দ্বের উৎস কোথায়? আমি মনে করি এই দ্বন্দ্বের মূল হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে উদ্ভূত শ্রেণী বৈষম্য। একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে একজন নৃবিজ্ঞানী তা সে দেশীয় হউন আর বিদেশী হউন, তার শ্রেণী অবস্থান গবেষণা জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন হবে। আর এই শ্রেণী অবস্থানের ভিন্নতার জন্যেই উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় মানসিক ব্যবধান ও অবিশ্বাস। ফিল্ডওয়ার্কে নিয়োজিত একজন নৃবিজ্ঞানীর প্রথম কর্তব্য হল "উত্তরদাতা বা গবেষণার জন্যে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর" সাথে হৃদ্যতা স্থাপন করে তাদের বিশ্বাস অর্জন করা। কিন্তু বাস্তবে তা কতটুকু সম্ভব হচ্ছে? কয়জন নৃবিজ্ঞানী দৃঢ়তার সাথে বলতে পারবেন যে তিনি তার গবেষণা জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ন বিশ্বাস অর্জন করে কাজ করেছেন। আসলে বাস্তবে যা হচ্ছে তা'হল নৃবিজ্ঞানী তার নিজের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, শিক্ষা, তাত্বিক অবস্থান ইত্যাদির সাথে গবেষণা জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণার সাথে আপোষ করে ফিল্ডওয়ার্ক সম্পাদন করছেন। পিটার ক্লস-এর মতে সামাজিক মাঠকর্মে একজন গবেষকের তিনটি রেফারেন্স গ্রুপ রয়েছে।[৯] তা হল গবেষণা জনগোষ্ঠী, তার নিজের সমাজ ও বুদ্ধিজীবি সমাজ। এই তিনটি রেফারেন্স গ্রুপ একে অপরের সাথে compatible হতে পারে, তেমনি এদের মধ্যে দ্বন্দ্বও থাকতে পারে কিংবা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। এটা হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন কারণে। এগুলো মোটামুটি হল ঃ

১) একজন গবেষকের মূল্যবোধ, তার সামাজিক ও শিক্ষাগত পটভূমি, গবেষণা জনগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

২) গবেষক হিসাবে তার ভূমিকা, একজন সাধারন মানুষের ভূমিকা থেকে ভিন্ন হতে পারে।

৩) তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার তাত্বিক পটভূমি বাস্তবে ভিন্ন বলে প্রমানিত হতে পারে।

সামাজিক গবেষণায় আরেকটি বিষয় সবিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। একজন গবেষক তিনি যেমন একজন নৃবিজ্ঞানী তেমনি তিনি একজন ব্যক্তিও বটেন। যেমন, অমুক ব্যক্তি 'ক'। সুতরাং প্রশ্ন

উঠতে পারে কোন পরিচয়ে তিনি তার গবেষণা জনগোষ্ঠীর সম্মুখে উপস্থিত হবেন। নৃবিজ্ঞানী হিসেবে না ব্যক্তি 'ক' হিসেবে। কারণ একজন নৃবিজ্ঞানীর ফিল্ডওয়ার্কে উদ্দেশ্য আছে, তিনি ফিল্ডে প্রত্যেকটি ঘটনা তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করেন। এ সকল কাজে তাকে অত্যন্ত সতর্ক ও বস্তুনিষ্ঠ হয়ে সব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে হয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি ('ক') সেই সমাজে অংশগ্রহণ করেন সাধারণ মানুষ হিসেবে, সেই সমাজের দুঃখ, কষ্ট, হাসিকান্না, সমস্যা ইত্যাদি সবকিছুতেই তাকে অংশগ্রহণ করতে হতে পারে। এতে তার গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে, বস্তুনিষ্ঠতা প্রভাবিত হতে পারে। তাই এখানেও একটি অবস্থানগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তা হল একজন ব্যক্তি মানুষ ও একজন গবেষক নৃবিজ্ঞানীর মধ্যে।

নৃবিজ্ঞানীর তিনি দেশীয় হউন আর বিদেশী হউন, ফিল্ডওয়ার্কে আরেকটি সাধারণ সমস্যা হল, যখনই নৃবিজ্ঞানীরা মাঠে উপস্থিত হন তখনই স্থানীয় লোকদের মধ্যে সাহায্য সহায়তা পাওয়া যাবে এ ধরণের একটি ধারণার সৃষ্টি হয়। আজকাল বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে কোন বিদেশী লোক দেখলেই সবাই মনে করে যে এরা নিশ্চয়ই কোন সাহায্য সংস্থা থেকে এসেছে কিংবা এন. জি. ও.-র-লোক। আর স্থানীয় নৃবিজ্ঞানীদের মনে করা হয় সরকারী লোক যিনি ইচ্ছে করলেই গ্রামের জন্যে অনেক কিছু করতে পারেন।

এ সকল কারণে নৃবিজ্ঞানীরা প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে আশানুরূপ সহায়তা পান। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ যখন বুঝতে পারে যে এর (নৃবিজ্ঞানীর) কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই তখন এটা হয় একটা বিরাট আশাভঙ্গের মত। নৃবিজ্ঞানীদের আসল উদ্দেশ্য যখন জনগণ অনুধাবন করতে পারে, তখন তারা নৃবিজ্ঞানীদের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন এবং এড়িয়ে চলেন। কিন্তু এ সমস্যার আপাতঃ কোন সমাধান নেই, এই সমস্যার মুখোমুখিতে নৃবিজ্ঞানীরা যা করেন তা হলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে মোটামুটি ভাবে বুঝিয়ে, তাদের সাথে সমঝোতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফিল্ডওয়ার্ক সম্পাদন করা।

ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

আমি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের দুটো গ্রামে ৯ মাসের একটি নৃতাত্ত্বিক গবেষণা চালিয়েছিলাম।[১০] যে গ্রাম দুটোতে আমি কাজ করেছিলাম তার একটি হল নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত গরীব নগর গ্রাম। আর অন্য গ্রামটি ছিল চাঁদপুরের হাজিগঞ্জ উপজেলার চেতনপুর গ্রাম। এই গবেষণা চালানোর সময় আমি বেশ কিছু সাধারণ সমস্যা ও নিজ সমাজে গবেষণায় কিছু নির্দিষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হই। আমি প্রবন্ধের এই অংশে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করব।

গ্রামে আমার প্রথম উপস্থিতি

গবেষণার জন্যে দুটো গ্রাম নির্বাচন করার পর যখন আমি আমার গবেষণা সহকারীদের নিয়ে গ্রামে পৌঁছি তখন দুটো গ্রামেই আমাদের স্বাদরে গ্রহণ করা হয়। তবে সাধারণভাবে দুটো গ্রামের লোকদের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্নতর। গরীবনগর গ্রামে আমাদের উপস্থিতি গ্রামের লোকদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আমরা গ্রামের বাজারের যে স্থানটিতে ছিলাম সেখানে প্রচুর লোক আমাদের দেখতে আসে। আমরা কারা, আমাদের উদ্দেশ্যেই বা কি এ নিয়ে গ্রামের লোকদের মধ্যে বহুধরনের আলোচনা চলতে থাকে। আমরা গ্রামে পৌঁছেই প্রথমে সাধারণ পরিবার জরিপের জন্যে পরিবার প্রধানের একটি তালিকা তৈরীর কাজে লেগে যাই। একদিন রাত নয়টা হবে, আমরা বসে কাজ করছি। এমন সময় দেখলাম যে ৮/১০ জন লোকের একটি জটলা আমাদের ঘরের সামনে এবং এরা আমাদের কিছু বলতে চাইছে। আমি জানতে চাইলে এরা বলল যে, এরা এ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। ওরা জানতে পেরেছে যে আমি সরকারী সাহায্য দেয়ার জন্য গ্রামের পরিবারের একটি তালিকা তৈরী করছি। তাই তাদের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায় এ নিশ্চয়তা ওরা আমার কাছে চাইল। আমি বললাম যে, "আপনারা গ্রামের বাসিন্দা ও পরিবার প্রধান হলে অবশ্যই আপনাদের নাম তালিকাভুক্ত হবে।" তবে আমার তালিকা করার উদ্দেশ্য যে ভিন্ন তাও তাদের বললাম। কিন্তু এতেও ওরা নিরুৎসাহিত বোধ না করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে আমার মতো এত বড় বিরাট

ব্যক্তি (ক্ষমতাবান বা বড় সরকারী কর্মচারী) তাদের মতো গরীবদের যাতে একেবারে বিস্তৃত না হই।

এই সময়ে গরীবনগর গ্রামের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক আমাকে সাহায্য করার ইচ্ছে প্রকাশ করল। আমি তাদের কাছে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললাম যে, আগামী কয়েকমাস আমরা তাদের গ্রামে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করব। তখন গ্রামের কয়েকজন প্রভাবশালী লোক আমাকে পরামর্শ দিল যে এতদিন কষ্ট করে আমার গ্রামে থাকার দরকার কি? তারা বরং ঢোল পিটিয়ে গ্রামে জানিয়ে দিতে পারে, যাতে সবাই দুইদিন দুপুর পর্যন্ত বাড়ীতে অবস্থান করে এবং আমরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে সহজেই অল্প সময়ে কাজ শেষ করতে পারব। যদিও তাদের প্রস্তাব আমাকে বেশ হাসিয়েছিল, আমি তাদের সরলতায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি গ্রামের সেই প্রভাবশালী লোকদের ধন্যবাদ দিয়ে বললাম যে, আমার কোন তাড়াহুড়ো নেই। আমি গ্রামে বেশ কিছুদিন অবস্থান করতে চাই এবং ধীরে ধীরে আমার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করব। যদিও আমার উত্তর ওদের নিরাশ করেছিল তথাপি ওরা আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল।

চেতনপুর গ্রামে আমাদের উপস্থিতি গরীবনগরের মত এত উত্তেজনার সৃষ্টি করেনি, গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে, উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশ্নাদি করেছে। তবে সাধারণভাবে আমাদের উপস্থিতি over-excitement সৃষ্টি করেনি। এর কারণ মূলতঃ দুটো ঃ (১) আমরা চেতনপুর গ্রাম থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থান করতাম এবং (২) চেতনপুরের জনসাধারণ শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে গরীবনগরের চেয়ে ভাল ছিল।

যেহেতু নৃবিজ্ঞানীদের বহুদিন যাবত মাঠে থেকে কাজ করতে হয়, তাই ফিল্ডে মোটামুটি ভাল ও নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা, ভাল ফিল্ডওয়ার্কের অন্যতম শর্তও বটে। আমার ফিল্ডওয়ার্কের সময় ভাল বাসস্থানের অভাব সদা সর্বদাই অনুভব করেছি। এমন হয়েছে যে কোন স্থানে হয়ত থাকার জায়গা ছিল কিন্তু টয়লেট ও গোসলখানা ছিল না। আবার নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও অনেক সময়

পাওয়া যেত না। আমার গবেষণা সহকারীরা অপরিচিত পরিবেশে থাকতে যেয়ে প্রথমে বেশ চিন্তান্বিত ছিল। পরে তাদের উদ্বিগ্নতা ও ভয় আস্তে আস্তে কেটে যায়। গরীবনগরে আমরা একটি ধানের গুদামের একটি অংশে থাকতাম। টয়লেট কাছেই ছিল তবে গোসল করতে আমাদের প্রায় দশ মিনিট হেঁটে একটি পুকুরে যেতে হতো। তাছাড়া সামগ্রিক পরিবেশটি কেমন যেন অস্বাস্থ্যকর ছিল। কুমিল্লার গ্রামটিতে আমরা ৪ মাইল দূরে হাজিগঞ্জ ডাকবাংলোতে অবস্থান করতাম। কিন্তু সেখানে খাবারের অসুবিধা ছিল। হাজিগঞ্জ ডাক-বাংলো থেকে রিক্সা ও বাসে যাতায়াতের বেশ সুবিধে ছিল। তাছাড়া চেতনপুর গ্রামের বহু লোক প্রায় প্রতিদিন হাজিগঞ্জ বাজারে আসত। তাদের সাথে ডাকবাংলোতে বসেও কাজ করা যেত।

প্রাথমিক উৎসাহ, পরবর্তীতে নিরুৎসাহ ও এড়িয়ে চলা

আমি যখন প্রথম গ্রামে কাজ আরম্ভ করি তখন দেখতাম গ্রামের বড় ছোট সবাই আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসত, তবে তাদের কাছ থেকে একটি সাধারন প্রশ্নের সম্মুখীন সবসময়ই হতাম, "স্যার আপনারা কারা? আমাদের সম্পর্কে এত খোঁজ খবর নিচ্ছেন কেন? এরকম তথ্য সরকার আগেওতো বহুবার নিয়েছে। এসব তথ্য আপনাদের দিয়ে আমাদের কি উপকার হবে ইত্যাদি।"

আমি ফিল্ডে আমার পরিচয় দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে। তাদের আমি সবসময়ই বলেছি যে, আমরা কোন সরকারী বা বিদেশী সংস্থার লোক নই। আমি এসব তথ্য সংগ্রহ করছি একটি বই লিখবার জন্যে। এতে আপনাদের কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনাদের ক্ষতি হয় এমন কিছু আমি অবশ্যই করব না।

এই গবেষনা থেকে, আমার গবেষনা জনগোষ্ঠীর কি উপকার হবে এই প্রশ্নের উত্তর আমি কি দেব তা সবসময়ই ভেবেছি। এটি ছিল একটি সার্বজনীন প্রশ্ন। একই লোক বিভিন্নভাবে বহুবার এই প্রশ্ন করেছে। এমনও দেখা গিয়েছে সকালে প্রশ্ন করেছে কি উপকার হবে, আবার বিকেলেও একই ব্যক্তির কাছ থেকে সেই প্রশ্ন। মাঝে মধ্যে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করতাম, রাগও হত। কিন্তু পরে মনে হত এরা এদের কথা বলছে, তথ্য দিচ্ছে, নিশ্চয়ই এদের জানার অধিকার

আছে, আমার গবেষনার ফলাফল কি হবে এবং এদেরই বা কি উপকার হবে।

এ প্রশ্নের উত্তর আমার কিইবা দেয়ার আছে, আমার ফিল্ডওয়ার্ক থেকে তথ্য দিয়ে আমি থিসিস লিখব, আমার অধ্যাপকরা, আমার সহকর্মীরা এটি পড়বেন। কিংবা কোন জার্নালে এসম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হলে আমার গবেষনার ফলাফল আরও ব্যাপকভাবে পঠিত হবে। আমার উন্নতি হবে আমি ডিগ্রি পাব। কিন্তু আমার গ্রামের লোকদের কি উপকার হবে? আমি আমার উত্তরদাতাদের বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যেমন, কাউকে বলেছি আপনাদের সমস্যা নিয়ে আমি একটি বই লিখব, কাউকে বলেছি রিপোর্ট তৈরী করব, আবার কাউকে বা বলতে হয়েছে আপনাদের সমস্যা তুলে ধরে পত্রিকায় লিখব যাতে সরকার আপনাদের সমস্যা ভালভাবে অনুধাবন করে, সমাধানের বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। আমি মনে করি গ্রামের লোকদের অবশ্যই জানার অধিকার আছে গবেষণা থেকে তাদের কি উপকার হবে। আমাদের দেশে নৃবিজ্ঞানীর মতো অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা যে সকল গবেষণা করে থাকেন, তা থেকে যাদের নিয়ে গবেষণা তারা এ থেকে সত্যিকারভাবে কতটুকু উপকৃত হন? আমি মনে করি সামাজিক গবেষণায় এটি একটি বিরাট সমস্যা এবং সমাজবিজ্ঞানীদের জন্যে দ্বন্দ্বও বটে। এ সমস্যার একটি দ্রুত সমাধান প্রয়োজন।

ফিল্ডওয়ার্কে আমার যতই দিন যেতে লাগল, গ্রামের লোকেরা আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে ততই সন্দিহান হয়ে পড়ল। প্রতি-বারই সেই পুরানো প্রশ্ন, আপনাদের কাজ থেকে আমাদের কি উপকার হবে। আমি সব সময়ই তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অনেকেই এতে খুব সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের বিশ্বাস করতেন বলে মনে হত না। অনেকে আবার প্রশ্ন করত আপনারা এতদিন গ্রামে কি করছেন? যেহেতু নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণাকাল অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীদের চেয়ে দীর্ঘায়িত হয়, তাই ফিল্ডে তাদের সত্যিকার পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রামের লোকদের মধ্যে বহুধরনের আলোচনা ও আগ্রহের উদ্রেক করে। আমার গবেষণার সময়ও আমাকে গ্রামের লোকদের বিভিন্ন আলোচনার খোরাক হতে হয়েছে, যার মধ্যে দুটো হলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) সময়টা ছিল শ্রাবনের এক বর্ষণমুখর দুপুর। আমার গবেষণা সহকারীকে সাথে করে কর্দমাক্ত রাস্তায় জুতা হাতে এক বাড়ী থেকে অন্যবাড়ীতে যাচ্ছিলাম একজন উত্তরদাতার সাক্ষাৎ নেয়ার জন্যে। এমন সময় শুনলাম এক মহিলা বলছে, এ লোক দুটো কে, এদের কি পরিবার পরিজন নেই। নিশ্চয়ই এদের কোন কাজ নেই, এরা ভবঘুরে। তা না হলে এ ধরনের বৃষ্টিবাদলে একমাত্র ভিক্ষুক আর পাগল ছাড়া কারা বাড়ী বাড়ী ঘুরবে। একথা শুনে আমার গবেষণা সহকারীত রেগে মেগেই শেষ। আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

(খ) একদিন আমার গবেষণা সহকারী গ্রামের একটি চায়ের দোকানে বসে চা-নাস্তা খাচ্ছিল। এমন সময় সে পেছনের টেবিলে আমাদের সত্যিকার পরিচয় নিয়ে আলোচনা শুনতে পেল। একজন বলল কে, এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছদ্মবেশে সরকারী চর। আরেকজন মত প্রকাশ করল যে এরা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের লোক। তাই এরা সেই সংগঠনের জন্য সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে। তৃতীয় আরেক ব্যক্তি বলল যে এরা স্হানীয় সংসদ সদস্যের লোক এবং এরা ঢাকা থেকে এসেছে সার্ভে করার জন্যে যাতে গ্রামটিকে একটি স্বনির্ভর গ্রাম বলে ঘোষণা করা যায়।

উত্তরদাতার শ্রেণী বিন্যাস

ফিল্ডওয়ার্কের সময় আমি সব সময়ই সবার সহযোগিতা পাওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সবার সহযোগিতা এবং আমাদের প্রতি দৃষ্টি-ভঙ্গি একরকম ছিল না। এটা হয়েছে মূলতঃ উত্তরদাতার মেজাজ, শিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আমাদের সহায়তা করার ইচ্ছের পার্থক্যের দরুন। কিছু কিছু উত্তরদাতা ছিল যারা সব সময়ই আমাদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। গরীবনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইচ্ছাকৃত-ভাবে আমাদের সাথে কোন সময়ই পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতের সময় রক্ষা করেন নি। এক পাম্প গ্রুপের ম্যানেজার তিনবার দেখা করতে বলেও দেখা করেন নি। চেতনপুরের চেয়ারম্যানের সাথে আমাদের দেখা হয়নি। এরকম আরও বহু উদাহরণ আছে। এ জাতীয় উত্তরদাতা যারা সজ্ঞানে আমাদের সবসময় এড়াতে চেয়েছেন তাদের

আমি "difficult group" হিসেবেই আখ্যায়িত করব। আমার অভিজ্ঞতায় উত্তরদাতার মেজাজের রকমতা থেকে অন্ততঃ চার ধরনের উত্তরদাতাকে চিহ্নিত করা সম্ভব।[১১]

(১) কিছু উত্তরদাতা ছিল নিতান্তই সাধারণ লোক। তারা আমাদের গবেষণা সম্পর্কে কিছুই বুঝত না। তথাপি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাধ্য অনুসারে আমাদের সহায়তা করত। আমার গবেষণার ষাট শতাংশ উত্তরদাতা এই পর্যায়ভুক্ত ছিল।

(২) আরেক ধরনের উত্তরদাতা ছিল যারা আমাদের গবেষণা সম্পর্কে মোটামুটি বুঝত সজাগভাবে আমাদের সহায়তা করত। প্রায় বিশ শতাংশ উত্তরদাতা এই পর্যায়ভুক্ত ছিল।

(৩) তৃতীয় দলটি "সজাগ অথচ সতর্ক।" তারা সাধারণভাবে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। যদিও এরা সহায়তা দিয়েছে তথাপি আন্তরিকতার অভাব ছিল। আমাদের চেয়ে এরা নিজেরাই বেশী প্রশ্ন করত। পনের শতাংশ উত্তরদাতাকে এই দলে ফেলা যায়।

(৪) চতুর্থ এই দলের লোকেরা ছিল সর্বাপেক্ষা উদাসীন। এদের আমরা পূর্বে "কঠিন দল" (difficult group) বলে উল্লেখ করেছি। এদের সহায়তা পাওয়া সহজ ছিল না। আমার গবেষণায় পাঁচ শতাংশ উত্তরদাতাকে এই দলের আওতায় ফেলা যায়।

কাকে কিভাবে কাজে লাগাবো—কিছু সমস্যা ও প্রশ্ন

ফিল্ডে যতই দিন যেতে লাগল, একটি ব্যাপার আমাকে বেশ সমস্যা ও দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছিল। তা' হল (১) কাকে কিভাবে আমি আমার গবেষণার কাজে লাগাবো? (২) গ্রামের লোকদের সাথে আমি কিভাবে interact করব।

এই সমস্যাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যখন কোন এলাকায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিভক্তি এবং তাদের মধ্যে কোন্দল থাকে। গরীবনগর গ্রামে দুটো পরস্পর বিরোধী দল ছিল। একটি দলের নেতা ছিল ঐ গ্রামের বাসিন্দা জাতীয় সংসদের জনৈক সদস্য। অন্য দলের নেতা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তাই স্বভাবতঃই গ্রামের লোকদের সাথে interact করার সময়

আমাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্যে সতর্ক হতে হয়েছে যাতে কেউ মনে না করে আমরা কারও সাথে অধিকতর ঘনিষ্ট। চেতনপুর গ্রামে হিন্দু ও মুসলিম দুটো দল ছিল তবে তাদের মধ্যে কোন্দল ছিল। গবেষক হিসেবে আমি ও আমার সহকারীরা সবসময় নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করতাম। কিন্তু যেহেতু আমি মুসলমান ছিলাম তাই হিন্দু পরিবারগুলো আমাকে খুব সুদৃষ্টিতে দেখত না। এখানে আমার একটি সুবিধে ছিল যে আমার একজন গবেষণা সহকারী হিন্দু হওয়াতে সে হিন্দু পরিবারগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারত। এই গবেষণায় আমি যাদের প্রধান তথ্যদাতা (principal informants) নিযুক্ত করেছিলাম তারা যাতে সব দল ও ধর্মের প্রতিনিধি হয় সে সম্পর্কে আমি সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম।

একটি রক্ষণশীল ধর্মীয় সমাজে গবেষণার সময় ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আবেগকে অবশ্যই যথাযথ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে উপাত্তেয় সংগ্রহের কাজে সন্দেহ ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমার ফিল্ডওয়ার্কের একটি মাস ছিল রমজানের। আমি রোজা রাখতাম না এবং নামাজও নিয়মিত পড়তাম না। এটা গ্রামের লোকদের দৃষ্টি এড়ায় নি এবং এ নিয়ে অনেকে আলোচনাও করেছে। সবার মনে একটি প্রশ্ন: স্যারের মতো এতো বয়স্ক লোক রোজা রাখেন না কেন? আমার হিন্দু গবেষণা সহকারীকে নিয়েও কথা ওঠে। সবাই শুধু বলতে চেষ্টা করে, স্যার নিজে মুসলমান হয়ে, এতো মুসলমান ছেলে বেকার থাকতে হিন্দু ছেলেকে কেন কাজে লাগিয়েছে? এটা গ্রামের অনেক লোকই পছন্দ করেনি। আমার অন্য গবেষণা সহকারী অত্যন্ত ধর্মপরায়ন ছেলে ছিল। সে রোজা রাখত, নিয়মিত মসজিদে চেয়ে নামাজ পড়ত, এমন কি রোজায় তারাবীর নামাজও পড়ত। এতে গ্রামের লোকেরা তার উপর অত্যন্ত খুশী হয় যা আমার গবেষণা কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে।

এই সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি রোজার সময় অত্যন্ত low profile নেই এবং সেই সময় মাঝে মধ্যে ফিল্ডে যেতাম। তখন ঘরে এসে যে প্রশ্নমালাগুলো পূরন করা হয়েছে তা cross-check করতাম। ফিল্ড নোট তৈরী করতাম এবং গবেষণা সহকারীদের

সাথে গবেষণার সমস্যা, অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করতাম।

ফিল্ডওয়ার্কে আর ও দুটো সমস্যা

গরীবনগর ও চেতনপুর গ্রামে তথ্য সংগ্রহে আরও দুটো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যা কোনভাবেই উপেক্ষা করা যায় নি। একটি সমস্যা ছিল উত্তরদাতার স্মৃতি শক্তির স্বল্পতা। নৃবিজ্ঞানের গবেষণার তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম পদ্ধতি হল, উত্তরদাতার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে তাদের স্মৃতি শক্তি থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা। আমার গবেষণার সময় দেখলাম যে, আমার উত্তরদাতাদের স্মৃতি শক্তি অত্যন্তই কম। এমনও হয়েছে অনেক উত্তরদাতা তার নিজের ও সন্তানের বয়স বলতে পারত না, সময় সময় তার জমির সঠিক হিসেব দিতে পারত না বা দিতে চাইত না, তখন অত্যন্ত খারাপ লাগত এবং নিরাশ বোধ করতাম। আমি গবেষণার সময় ৪০ শতাংশ তথ্য cross-check করি এবং এতে বহু অসামঞ্জস্য বেরিয়ে আসত।

গরীবনগর ও চেতনপুর গ্রামে উপাত্তেয় সংগ্রহে অন্য আরেকটি সমস্যা ছিল যে অনেক উত্তরদাতা "সমাজ মাতব্বর" বা "বাড়ী প্রধানের" অনুমতি ছাড়া আমাদের সাথে কথা বলতে চাইত না। সমাজ বা বাড়ী প্রধান আমাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেই তার আওতাধীন পরিবার বা খানা প্রধানরা আমার সাথে কথা বলতে রাজী হতেন। চেতনপুর গ্রামে আমি যখন অনেক পরিবার প্রধানের কাছে তথ্য সংগ্রহের জন্যে গিয়েছি তখনই তারা বলেছে তাদের সমাজ প্রধানের সাথে কথা বলার জন্যে। গরীবনগর গ্রামে অনেক উত্তরদাতাই বলেছেন যে, "মাতব্বররাই আমাদের কথা বলবেন, তাদের কথাই আমাদের কথা"। এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আমি বিস্মিত হইনি। কারণ আমাদের মত একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলাম।

উপসংহার

আমি প্রবন্ধে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে একজন নৃবিজ্ঞানীর নিজ সমাজে ফিল্ডওয়ার্কের বিভিন্ন সমস্যা ও দ্বন্দ্বগুলো চিহ্নিত করে আলোচনা করার চেষ্টা চালিয়েছি। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যদিও

অতীতে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা ক্ষেত্র ছিল ভিন্ন সমাজ, কিন্তু বর্তমানে এই সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে এবং নৃবিজ্ঞানীরা আজকাল অধিক হারে নিজ সমাজ গবেষণায় ব্যপৃত হচ্ছেন। নিজ সমাজ গবেষণায় সুবিধা অসুবিধা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠেছে। আমি উত্থাপিত প্রশ্নগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ফিল্ডওয়ার্কে নৃবিজ্ঞানীর ২০টি সমস্যা চিহ্নিত করে দেখিয়েছি কোন সমস্যাটি নৃবিজ্ঞানী নিজ ও ভিন্ন সমাজে কতটুকু সম্মুখীন হবে। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হল নিজ সমাজে ফিল্ডওয়ার্ক করতে গিয়ে যে নৃবিজ্ঞানী কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে তা নয়, বরং এই সকল সমস্যার সবই নিজ ও ভিন্ন সমাজ দুটোতেই মোকাবেলা করতে হয়। মৌলিক সমস্যাটি হল ফিল্ড-ওয়ার্কে নৃবিজ্ঞানীর ভূমিকাগত দ্বন্দ্ব যার উৎপত্তি হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে উদ্ভূত শ্রেণী বৈষম্য। এই শ্রেণী অবস্থানের ভিন্নতার জন্যেই নৃবিজ্ঞানী ও গবেষণা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মানসিক ব্যবধান ও অবিশ্বাস। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশের দুটো গ্রামে আমার ফিল্ডওয়ার্কের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছি।

তথ্যপঞ্জী

১. B. Malinowski, *Argonauts of the Western Pacific*, New York, E. P. Dutton & Co. Inc. 1961, first published in 1922, p. 25.

২. 'নূতন নৃবিজ্ঞান' বা The New Anthropology কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন Edwin Ardner, ১৯৭১ সালে তার Malinowski Memorial Lecture বিস্তারিত আছে *Man*, Vol. 6., No. 3, 1971.

৩. Khalil Nakhleh, "On Being a Native Anthropologist" in Huizer and Mannhiem (eds), *The Politics of Anthropology*, Mouton Publishers, The Hague, 1979.

৪. Delmos S. Jones, "Towards a Native Anthropology," *Human Organization*, Vol. 29, No. 4, p. 251-259.

৫. এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন John B. Stephenson and L. Sue Greer, তাদের "Ethnographers in their Own Cultures: Two Appalachian Cases," *Human Organization*, Vol. 40, No. 2, 1981, p. 123-130.

৬. "Marginal man" ও "marginal native" ইত্যাদি কথাগুলো সম্ভবতঃ

সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন Morris Freilich বিস্তারিত দেখুন Morris Freilich (ed.), *Marginal Natives at Work-Anthropologists in the Field*, Schenkman Fublishing Company. 1977, p. 2.

৭. ঐ।

৮. Peter Kloss, "Role Conflicts in Social Fieldwork", *Current Anthropology*, Vol. 10, No. 5, p. 509-523, 1969.

৯. Peter Kloss, পূর্বোক্ত p. 509.

১০. বিস্তারিত পাওয়া যাবে, Salauddin Md. Nurul Alam, "Marginalisation, Pauperisation and Agrarian Change in Two Villages of Bangladesh", Unpublised Ph. D. dissertation, Department of Sociology and Anthropology, Purdue University, Indiana, 1983, আরও দেখুন আমার, "The Field Situation : A Subjective Assessment of Anthropologist's Problems and Dilemmas in His Own Society—A South Asian Case". A special Presentation at the Charles Darwin Society of Purdue University, Indiana, USA, 1982.

১১. Salauddin Md. Nurul Alam, পূর্বোক্ত।